পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
৬ষ্ট সংখ্যা, বিজয়া একাদশী,
২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্টাতা আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তিশ্রীলঅভয়চরণারবিন্দভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারাসেবার
অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে৷হরে রাম হরে রাম রামরাম হরে হরে

শ্রবণম্

(চতুর্থ পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে
'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

***** ভগবদ্ভক্তির শুরুঃ** ভগবদ্ভক্তির শুরু হয় ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। ভগবৎ সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করা এবং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ এবং তাই তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করার সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নেই। তাই তাঁর মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ শব্দ-ব্রহ্মের মাধ্যমে তাঁর সংস্পর্শে আসা যায়। আর এই অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গ এতই প্রভাবশালী যে তা তৎক্ষণাৎ সব রকমের জড় আসক্তি দূর করে দেয়, যে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ... শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করার ফলে জড়-জাগতিক এই মিথ্যা জটিলতা বিদূরিত হয় এবং সমাজে যথার্থ শান্তির সূচনা হয়, যা রাজনীতিবিদেরা নানা রকমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাধ্যমে লাভ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। রাজনীতিবিদেরা চান যে মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠুক, কিন্তু যেহেতু তারা জড় আধিপত্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তাই তারা মোহাচ্ছন্ন এবং ভীতিগ্রস্ত। তাই রাজনীতিবিদ্দের শান্তি-সংযম সমাজের শান্তি আনতে পারছে না। তা সম্ভব হবে কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করার মাধ্যমে। ... যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছি, যতক্ষণ আমরা আমাদের জড় দেহটিকে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে মনে করে মোহাচ্ছন্ন থাকছি এবং তার ফলে ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকছি, ততক্ষণ আমরা যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারব না। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে শাস্ত্রে শত-সহস্র প্রমাণ রয়েছে এবং বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরী ইত্যাদি পবিত্র স্থানের অসংখ্য ভক্তের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত শত-সহস্র প্রমাণ রয়েছে। এমন কি কৌমুদী অভিধানে কৃষ্ণের সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে, যশোদাদুলাল এবং পরমেশ্বর ভগবান পরম ব্রহ্ম। অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায় এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা, মোহ এবং ভয় থেকে মুক্ত হয়ে পরম পূর্ণতা লাভ করা যায়। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করা হচ্ছে কিনা তা এ থেকে বোঝা যায়। *(শ্রী.ভা. ১.৭.৭ তাৎপর্য)*
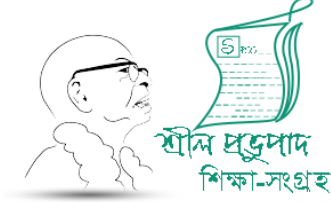
***** আবশ্যক ও অনিবার্য পন্থাঃ** আমাদের বদ্ধ দৃষ্টির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা সম্ভব নয়। তাঁকে দর্শন করতে হলে স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-প্রেম সমন্বিত ভিন্ন প্রকার জীবনধারা বিকাশের মাধ্যমে আমাদের এই বর্তমান দৃষ্টির পরিবর্তন করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন সকলেই তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে দর্শন করতে পারেনি। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল আদি জড়বাদীরা জড় সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিল, কিন্তু তারা ভগবানকে বুঝতে পারেনি। তাই ভগবান আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত থাকলেও উপযুক্ত দৃষ্টিশক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তাঁকে দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়। এই যোগ্যতার উদয় হয় একমাত্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারা, যা শুরু হয় উপযুক্ত সূত্র থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হচ্ছে অন্যতম একটি জনপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ, যা সাধারণ মানুষ শ্রবণ, কীর্তন, পাঠ ইত্যাদি করে থাকে, কিন্তু এই প্রকার শ্রবণাদি সত্ত্বেও অনুশীলনকারী প্রত্যক্ষরূপে ভগবান দর্শন করতে পারে না। শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রবণ করা হয়, তাহলে তার সুফল অতি শীঘ্র লাভ করা যায়। সাধারণত মানুষ অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে শ্রবণ করে থাকে। এই প্রকার অযোগ্য ব্যক্তিরা জড়বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মহাপণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তারা ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিময় পালন করে না, তাই তাদের কাছে শ্রবণ কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। কখনো কখনো তারা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মূল শ্লোকের অর্থ বিকৃত করে ব্যাখ্যা করে। তাই প্রথমে উপযুক্ত এবং যোগ্য পাঠক খুঁজে তাঁর কাছে শ্রবণ করতে হয়। শ্রবণের বিধি যখন যথাযথ এবং পূর্ণ হয়, তখন অন্যান্য পন্থাগুলিও আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যায়।

ভগবানের বিভিন্ন প্রকার দিব্য কার্যকলাপ রয়েছে এবং যদি শ্রবণাঙ্গ বিধি পূর্ণরূপে সম্পাদন করা হয়, তাহলে সেগুলি প্রত্যেকটিই বাঞ্ছিত ফল প্রদানে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের কার্যকলাপ পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর আচরণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অসুর এবং অন্যান্যদের সঙ্গে ভগবানের আচরণের ভিত্তিতে তাঁর বহু লীলা রয়েছে। আর দশম স্কন্ধে তাঁর প্রণয়িনী গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর অপূর্ব আচরণ এবং দ্বারকায় তাঁর বিবাহিত পত্নীদের সঙ্গে তাঁর আচরণের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান যেহেতু পরম তত্ত্ব, তাই তার বিভিন্ন আচরণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবুও কখনো কখনো কিছু অবৈধ শ্রবণের ফলে গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর দিব্য আচরণের বিষয় শ্রবণে অধিক আগ্রহী হয়। এই প্রকার প্রবণতা শ্রোতার কামুক মনোভাবের পরিচায়ক, তাই ভগবানের দিব্য চরিত বর্ণনের আদর্শ বক্তা কখনো এই প্রকার শ্রবণ অনুমোদন করেন না। মানুষের কর্তব্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত ভগবানের কথা শুরু থেকে শ্রবণ করা এবং তা শ্রোতাকে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করবে। তাই কখনোই মনে করা উচিত নয় যে পাণ্ডবদের সঙ্গে ভগবানের আচরণ, গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর আচরণ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে ভগবান সব রকম আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ভগবানের উপরোক্ত সবকটি আচরণে সর্ব অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন নায়ক এবং তাঁর সম্বন্ধে অথবা তাঁর ভক্তের সম্বন্ধে অথবা তাঁর প্রতিযোগীদের সম্বন্ধে শ্রবণ করা পারমার্থিক জীবনের ক্ষেত্রে অনুকূল। কথিত হয় যে, বেদ, পুরাণ আদি শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই সমস্ত শাস্ত্র শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য।

(শ্রী.ভা. ১.৮.৩৬ তাৎপর্য)

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন ।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদগীতা ২.৭-১১ -নিউ ইয়র্ক, ২রা মার্চ, ১৯৬৬

(গত সংখ্যার পর) ...

এখন, আমরা বলে থাকি যে, এই টাইপরাইটারটি আমরা প্রক্রিয়াজাত করেছি । এখন, এই টাইপরাইটার, বর্তমান উপকরণ, লোহা, আমরা কি এই লোহা প্রক্রিয়াজাত করেছি ? না, লোহা খনি থেকে প্রাপ্ত হয়েছে । এটি ভগবান প্রদত্ত। কেউ লোহা প্রক্রিয়াজাত করতে পারে না, কেউ কোন কিছুই প্রক্রিয়াজাত করতে পারে না। তারা এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুতে রূপান্তরিত করতে পারে মাত্র। তারা খনি থেকে লোহা বের করে আনতে পারে। তারা তা গলাতে পারে, এবং ধাতুটিকে বিভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তর করতে পারে। তাই স্টেটুকু তারা করতে পারে, কিন্তু তারা লোহা উৎপাদন করতে পারে না। তারা কোন কিছুই উৎপাদন করতে পারেন না - কাঠ, লোহা, পৃথিবী, কোনো কিছু, সে যাই হোক। সুতরাং প্রকৃত মালিক হচ্ছেন ভগবান। সমস্তকিছুর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন ভগবান। *ঈশাবাস্যম ইদম সর্বমঃ* (ঈশো ১)। এটি ভগবৎ চেতনা। যিনি ভগবৎ-চেতনায় রয়েছেন, তিনিই একজন যথাযথ মানুষ। তাই এখানে, তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ,

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০ ॥ (গীতা- ২.১০)

এখন, কৃষ্ণ স্মিত হাসছেন। কৃষ্ণ স্মিত হাসছেন কারণ, "দেখ। অর্জুন এমন একজন বীর। সে আমার বন্ধু, আর এখন সে অত্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ়।" এখন, যখন সে (অর্জুন) বসে পড়ল এবং শ্রীকৃষ্ণকে পারমার্থিক গুরু হিসাবে গ্রহণ করল, তখন, শ্রীকৃষ্ণ বলতে শুরু করলেন। শ্রী ভগবান উবাচঃ। এখানে গ্রন্থটি বলছে না, শ্রীকৃষ্ণ উবাচঃ। শ্রী ভগবান উবাচঃ। এখন, আমাদের বোঝা উচিত ভগবান অর্থ কি। ভগ... ভগ অর্থ ঐশ্বর্য। ছয় প্রকার ঐশ্বর্য রয়েছে। এবং সেগুলি কি ? হ্যাঁ।

দ্বিতীয় যুবকঃ এর মানে কি ?

প্রভুপাদঃ ঐশ্বর্য।

দ্বিতীয় যুবকঃ ঐশ্বর্য।

প্রভুপাদঃ তুমি কি বুঝতে পেরেছ, ঐশ্বর্য ?

দ্বিতীয় যুবকঃ হ্যাঁ, আমি পেরেছি।

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ। তাহলে ঐশ্বর্যগুলি কি কি ? ধন – ঐশ্বর্য। এরপর, বীর্য– ঐশ্বর্য। এরপর... *ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য*। বীর্য এবং যশ। যশও ঐশ্বর্য। ঠিক ভগবান যীশু খ্রিষ্টের মতো। সমগ্র খ্রিষ্টান বিশ্ব জানে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সবাই জানে। অথবা, তাঁদের বাইরে, প্রধানমন্ত্রী জনসন। এখন সম্পূর্ণ আমেরিকা এবং সম্পূর্ণ বিশ্ব জানে, কে প্রধানমন্ত্রী জনসন। মহাত্মা গান্ধী। খ্যাতনামা। তাই খ্যাতিও হচ্ছে ঐশ্বর্য। এবং কেউ হয়তো আমাকে চেনে না, কিন্তু তিনিও একজন ব্যক্তি। তিনি সম্পূর্ণ বিশ্ব ব্যাপী পরিচিত। তাই এটি একটি ঐশ্বর্য। ঠিক তোমাদের রকফেলারদের মতো। তারা খুব ধনী। তাই বিশ্বের সবাই তাদের চেনে। তারা ঐশ্বর্যশালী। সম্পদ দ্বারা ঐশ্বর্যশালী। অনুরূপভাবে, কেউ খ্যাতি দ্বারা ঐশ্বর্যশালী, এবং কেউ শক্তি দ্বারা ঐশ্বর্যশালী। এবং তাই বীর্য হচ্ছে ঐশ্বর্য, ধন হচ্ছে ঐশ্বর্য, এবং যশ হচ্ছে ঐশ্বর্য। এবং তারপর শ্রী; শ্রী বা সৌন্দর্য হচ্ছে ঐশ্বর্য। যদি কেউ, পুরুষ বা মহিলা খুব সুন্দর হয়, সে লোকেদের আকর্ষণ করে। সে আকর্ষণ করে। তাই আকর্ষণীয় কোন কিছুকে ঐশ্বর্য বলে। একজন ধনবান মানুষ আকর্ষণ করেন। একজন বলশালী মানুষ আকর্ষণ করেন, একজন খ্যাতনামা মানুষ আকর্ষণ করেন। যদি কোনো জনপ্রিয় মানুষ এখানে আসেন, ওহ্, তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অসংখ্য মানুষ জড়ো হবেন।

সুতরাং, ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য- এই ছয়টি ঐশ্বর্য। যিনি এই ছয়টি ঐশ্বর্য পূর্ণমাত্রায় অধিকার করে আছেন, তিনিই হচ্ছেন ভগবান। এটিই ভগবানের সংজ্ঞা। তাই যখন শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁর ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণমাত্রায় প্রদর্শন করেছিলেন। পূর্ণ বৈভব। অবশ্যই, তাঁর সম্পর্কে আমরা এইসব ঐতিহাসিক প্রমাণ পেয়েছি। এখন, যতদূর তাঁর ঐশ্বর্য সম্পর্কে জানা যায়, তাঁর ছিল ১৬,১০৮ জন মহিষী। এবং তাঁদের প্রত্যেকের জন্য তিনি একটি করে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এবং ঐসব প্রাসাদ এত চমৎকারভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, সেখানে কোন বিদ্যুৎ বা আলোর প্রয়োজন হত না। এটি ছিল মনিমুক্তা খচিত। তাই দিনরাত সেগুলি জ্বলজ্বল করত। বোঝা গেল? তাই এসব বর্ণনাবলী সেখানে রয়েছে। কিন্তু আমরা যদি ভুলে যাই যে, তিনি ভগবান, তখন এটা কোন গল্পের মতো হবে, যে "কিভাবে একজন পুরুষ ষোল হাজার স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারেন ? কিভাবে তিনি...?" কিন্তু আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত যে তিনি হচ্ছেন ভগবান। তিনি হচ্ছেন সর্ব শক্তিমান। এবং অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্ভব নয়, কেবল শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই তা সম্ভবপর। তাই শক্তিতেও কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। আর সৌন্দর্য ... যতদূর তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে জানা যায়, যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন...তোমরা শ্রীকৃষ্ণের কোন ছবি দেখেছ ? ওহ্, না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছ ? শ্রীকৃষ্ণ, যখন তিনি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে, ঐ সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় নব্বই বছর। তাঁর প্রপৌত্রও ছিল। তিনি ষোল হাজার স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং প্রত্যেক স্ত্রীর দশ জন সন্তান ছিল। এবং সেই দশ সন্তানদের প্রত্যেকেই দশ-বারো জন করে সন্তান লাভ করেছিলেন। এবং তাঁদেরও সন্তান ছিল। কারণ ঐ সময়ে তিনি নব্বই বছর বয়সী ছিলেন, তিনি ঐ সময়ে প্রপৌত্রও লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর পরিবার অনেক বৃহৎ ছিল। এখন, যদি তুমি শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখ, তুমি তাঁকে একজন বাইশ বা পঁচিশ বছরের বালকের মতো দেখবে। তিনি এত অপূর্ব ছিলেন। তাই...এটি ভগবানের পরিচয়। তা ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে, *অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্ অনন্ত রূপম্ আদ্যম্ পুরান পুরুষম্ নব যৌবনম্ চ* (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৩)। তিনি আদি পুরুষ। কারণ সবাই ভগবান থেকে সৃষ্ট, তাই তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ, *আদ্যম্*। *পুরান পুরুষম্*। পুরান মানে প্রাচীনতম ব্যক্তি। এখনো, *নব যৌবনম চ*। যখনই তুমি ভগবানকে দেখবে... এটাই... এটাই ভগবানের পরিচয়। তুমি তাঁকে একজন যুবকের মতো দেখতে পাবে, তরুণ যুবক। তারুণ্য মানে, বলা যায়, ষোল থেকে চব্বিশ বছর। তাই *নব যৌবনম চ*। এটাই ভগবানের পরিচয়। তাই তিনি এতই অপূর্ব ছিলেন যে যখন তিনি পনের বছরের বালক ছিলেন, তাঁর, আমি বলতে চাইছি, তাঁর সমবয়সী মেয়েরা তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। তিনি এতই সুন্দর ছিলেন। তাই সৌন্দর্যে তিনি অত্যুৎকৃষ্ট ছিলেন। ঐশ্বর্যে তিনি অত্যুৎকৃষ্ট ছিলেন এবং বীর্যে তিনি অত্যুৎকৃষ্ট ছিলেন। এবং জ্ঞানেও... (...পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

এই ই-পত্রিকা পেতে লিখুন – spss.ekadashi@gmail.com
ফেসবুক পেইজ - শ্রীলপ্রভুপাদশিক্ষা-সংগ্রহ
What’s app - +918007208121
পূর্ববর্তী সংখ্যা – https://archive.org/details/spsse